অপর

আন্তর্জালিক পত্রিকা

২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

বাংলা বিভাগ

হাজী এ কে খান কলেজ

হরিহরপাড়া , মুর্শিদাবাদ

সম্পাদকীয়

গত বছরের ন্যায় এবারেও (২০২২-২৩ সেশন) হাজী এ কে খান কলেজের বাংলা বিভাগের আয়োজনে আন্তর্জালিক পত্রিকা ‘‘অপর’ প্রকাশ পেল।ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতা,বোদ্ধিক বিকাশ, চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা হয়েছে এই পত্রিকাতে।আমার বিশ্বাস পত্রিকা যে কোন শক্তিশালী অস্ত্রের চেয়ে জোরালো। এই বিশ্বাসকে সাথে করে আমাদের পত্রিকা এগিয়ে যাবে আমাদের দৃঢ় বিশাস।

বিনীত

ইনজামামউল হক (অধ্যাপক)
বাংলা বিভাগ।

প্রিন্সিপালের ডেস্ক থেকে

হাজী এ.কে. খান কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে, বাংলা বিভাগের ই-ম্যাগাজিনের বার্ষিক সংস্করণের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করে। এই প্রকাশনাটি শুধুমাত্র আমাদের শিক্ষার্থীদের উৎকর্ষতা এবং সৃজনশীলতা শুধু প্রদর্শনই করে না বরং আমাদের শিক্ষাগত যাত্রাকে একসাথে প্রতিফলিত করে।

এই পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে সংজ্ঞায়িত করে ,সেই নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং আবেগের প্রতিধ্বনি করে। এটি চিন্তার বৈচিত্র্য এবং অনুসন্ধানের গভীরতাকে আলোকিত করে যা আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিভাবান পরামর্শদাতাদের দ্বারা পরিচালিত

আসুন আমরা শেখার এবং বৃদ্ধির এই পরিবেশকে লালন করা চালিয়ে যাই, একে অপরকে অন্বেষণ করতে, উদ্ভাবন করতে এবং বৃহত্তর ভালো অবদান রাখতে উত্সাহিত করি। এই ম্যাগাজিনটি অনুপ্রেরণার আলোকবর্তিকা এবং আমরা কী অর্জন করতে পারি তার অনুস্মারক হিসাবে কাজ করুক।

শুভেচ্ছা

ডঃ গৌতম কুমার ঘোষ
অধ্যক্ষ ,হাজী এ কে খান কলেজ

বাংলা বিভাগ থেকে

মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার হাজী এ কে খান কলেজের বাংলা বিভাগ একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাহিত্য ও ভাষা অধ্যয়নের প্রচারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বিভাগটি এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা থেকেই ২০০৮ সালে যাত্রা শুরু করে। নিবেদিত শিক্ষকরা তাঁদের দক্ষতা এবং উত্সাহ শ্রেণীকক্ষে নিয়ে আসে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গতিশীল এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উদ্দীপক শেখার পরিবেশ তৈরি করে। বিভাগটি শ্রেণীকক্ষ, আইসিটি শ্রেণীকক্ষ, একটি বিভাগীয় গ্রন্থাগার দিয়ে সজ্জিত এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি ডিজিটাল সম্পদের একটি বিস্তৃত সংগ্রহে সজ্জিত রয়েছে। শিক্ষাবিদদের পাশাপাশি, বাংলা বিভাগ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। কলেজে প্রায়ই সেমিনার, কর্মশালা, এবং সাহিত্য ইভেন্টের আয়োজন করে, বিখ্যাত পণ্ডিত এবং লেখকদের শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এই ক্রিয়াকলাপগুলি কেবল শিক্ষার্থীদের সাহিত্য বোঝার উন্নতি করে না বরং সৃজনশীলতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনাকেও উৎসাহিত করে।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	লেখক	পৃঃ
1.	.বাংলা ছোটগল্প; শিকড়ের সন্ধানে প্রমথনাথ বিশী	ড. পুলকেশ মন্ডল	1
2.	.খুঁজি তাই	কল্যাণ মন্ডল	2
3.	নির্জনে	সায়নী দত্ত	3
4.	" শক্তি রূপে নারী "	নিহা প্রামানিক	4
5.	আবেগী মন	শিল্পা খাতুন	5
6.	স্মৃতি রণন	নাজমাবানু	6
7.	প্রত্যাশা	রিমিমণ্ডল	7
8.	* আঠেরোই *	সুজাতাঘোষ	8
9.	জীবন*	সাফিনাখাতুন	9
10.	ফিরে এসো বসন্ত	সুমাইয়াখাতুন	10
11.	বাংলা কাব্যে দেশভাগ	ইনজামামউল হক	11
12.	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে দেশভাগের প্রভাব	আব্দুর রাজ্জাক	12
13.	ইচ্ছে	সারমিন সোহানা,	13
14.	নকসী কাঁথার মাঠ কবিতার নাট্যরুপ	(স্টুডেন্ট সেমিনার)	15
15.	বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি	(সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)	16
16.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরবিস্ময়	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)	17
17.	আবার আসিব ফিরে কবিতার নাট্যরুপ	(স্টুডেন্ট সেমিনার)	18
18.	এপার বাংলা ওপার বাংলার সাহিত্যে দেশভাগের প্রভাব (	আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র-	19

বাংলা ছোটগল্প; শিকড়ের সন্ধানে প্রমথনাথ বিশী

ড. পুলকেশ মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, হাজী এ কে খান কলেজ
হরিহরপাড়া,মুর্শিদাবাদ

একবিংশ শতকের ঊষা লগ্নে দাঁড়িয়ে অস্তিত্ব-সংকটহীন বাঙালি যখন শিকড়ের সন্ধানে রত ঠিক সেই সময়ে দেখা যায় বাংলা ছোট গল্পের প্রবাদ পুরুষ প্রমথনাথ বিশী একেবারে অন্ধকারে থেকে গেছেন। আজকে সময় এসেছে প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করে বাঙালির অন্তর গ্লানি কিছুটা দূরীভূত করা। প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পে বাঙালি খুঁজে পেয়েছে একেবারে চেনা জানা ছবি, জল,মাটির সুধা গন্ধ। তার গল্পগুলি মূলত হিউমার বিষয়ক। বেদনা-মিশ্রিত হাস্যরসের মধ্য দিয়ে বাঙালি চরিত্রের বিভিন্ন দিকের পরিচয় তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন ধরনের গল্প তিনি লিখেছেন সাংবাদিকতা বিষয়ক, ভৌতিক গল্প, ঐতিহাসিক গল্প,গবেষণা বিষয়ক গল্প এছাড়াও রোমান্সধর্মী গল্প তো আছেই। প্রমথনাথ বিশীকে নিয়ে আজকের দিনে আলোচনার প্রসারতা খুব কম। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্ম নিয়ে তার যে আলোচনা তার থেকে অনেক কম আলোচনা হয়, তার সাহিত্য নিয়ে। বস্তুত প্রমথনাথ বিশী সাহিত্য খুব একটা বেশি কেউ পড়েন না আজকাল। গল্পে হাস্যরসাত্মক দিকগুলি তুলে ধরলেও মূলত তিনি ইতিহাসের মোড়কে সেটা তুলে ধরেন।প্রমথ বাবু বাস্তব বা লৌকিক বিষয়কে উপজীব্য করে লিখতে পছন্দ করেন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার দিক গুলিও তিনি তার গল্পে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। সব মিলিয়ে প্রমথনাথ বিশীর গল্প পাঠ করে আমরা বাঙালির শিখরের সন্ধান অবশ্যই খুঁজে পাবো।

খুঁজি তাই

কেরিয়ারে ক খুঁজি
আকাজে তে কাজ।

খুঁজি পড়ার সময় আজি
তাই মোবাইল বাদ।

হুট করে টুং করে
কি যেন খুঁজি!

আসে মোবাইলে ডাক তাই,
তাই নিয়ে ঝুঝি।

সাইলেন্ট করে আসি,
হু! ফোন রাখি বালিসে।

তিন মিনিট পড়ে দেখি
চোখে পরে চালসে।

ঘড়ি বলে টিকটিকি,
পেঁচা ডাকে বাইরে
কি যেন খোঁজে তারা
আমি বলি হায়রে।

নাম - কল্যাণ মন্ডল সেমিস্টার – ৩ বাংলা বিভাগ

নির্জনে

নির্জনতা দোলায় চামর,
ঘড়ির কাটাই ঠিকঠিক।
মাথা ভরে আজগুবিতে
চিন্তাই ঢেউখেলে,
যেই সিদ্ধান্তে সানদিতে যাই ,
মনটা গোলতোলে।

সময়ের সাগরে ওঠে ঢেউ
আর কপালে ভাঁজপড়ে,
একাকিত্ব – নির্জনতা ভিড়করে,
মোর ঘরে।

শেয়াল ডাকে দূরে কোথাও
তাদেরও কিআছে আর্তি!
চাওয়া পাওয়ার এইহিসেব নিকেশে
মগজটা যেন ভর্তি।

সায়নী দত্ত –সেমিস্টার ৩ বাংলা বিভাগ

" শক্তি রূপে নারী "

মানুষ কেন যে বলে মোদের
নারীর নিজস্ব নাই কিছু ?
আমি তো দেখি জগৎ চলে
নারীর পিছু পিছু।।

বাবার ঘরের লক্ষী আমি
স্বামীর ঘরে অন্নপূর্ণা।
ছেলের ঘরে জননী আমি
আমি ছাড়া সংসার যে অসম্পূর্ণা।।

আমার থেকে আপন করতে
আর কি কেউ পারে ?
বাবার ঘরকে ছেড়ে এসেও
পরকে বাঁধি ঘরে ।।

গোত্র থেকে গোত্রান্তর
যদিও আমি হই।
তবুও যেন জননী রূপে
সকল দুঃখ সই।।

ভারত মাতা সেও নারী
নারী জগধাত্রী।
নারী হলো এ জগতের

সবার জন্মদাত্রী।।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ

তাই পুরুষকে বড় করে।

মনে রেখো সেই পুরুষকেই

" নারী " গর্ভে ধারণ করে।।

মহাকাল আমার পদতলে

শায়িত চিরকাল।

আমি ছাড়া এ জগৎ-সংসার

সবই হবে যে অচল।।

নিহা প্রামানিক
বিভাগ বাংলা সেমিস্টার - ৩

আবেগী মন

ওরে আমার আবেগী মন,
উদাস হইয়ো না এখন।
মন দিয়ো মনের মানুষকে,
পাবে যাকে নিজের করে।।
এমন একটি মানুষ থাকুক,
ভীষণভাবে চেনা।
শত আঘাত পাওয়ার পরেও,
যে কখনো ছাড়বে না।।

আমি তো চাই সেও আমার মত,
বন্ধু প্রেমী হোক।
জীবনটাকে গড়ার কাজে,
সন্ধানী যে লোক।।
তারই অপেক্ষায় আছি আমি,
থাকবো জীবন ভর।
শত ঝড়ের মাঝেও যে কখনো
হবে না তো পর।।
সেই মানুষটি পেলে পারে,
রাখবো তুলে আমার পদ্মতোলা হাতে।
নিঝুম রাতের আলো আঁধারিতে,
স্বপ্ন দেখে খোলা দুটি চোখ অভিসারে।।

শিল্পা খাতুন   বিভাগ : বাংলা, সেমিস্টার -৩

।।স্মৃতি রণন।।

মাঝরাতের স্বপ্ন ভাঙা ঘুম
মুঠোফোন খোঁজে আজও,
গোপন আস্কারা পায় পিছুটান।
চেনানামভাসেধূসরনিরুদ্দেশে......

জানালারকাঁচেবাড়েদূরত্ব,
আবছাস্মৃতিঝাপসাহয়আরও।
যত্নেরাখামূহূর্তবিষাদ
সাক্ষীথাকেআর্শিনগর।
আলগাঅভিমানেভাঙেনিপাহাড়,
ছদ্দবেশীভদ্রতাতাইঅস্তিত্ববাঁচায়।

আরএকবার,
আরওএকবারবৃষ্টিনামুক
বৃষ্টিনামুকবুকেরপাঁজরে,
মেঘভিজেযাকআগুনসুখে।

উদাসীনআরওউদাসীনহোক,
পুরাতনবাঁচুকনতুনঅভ্যাসে।

নাজমাবানু, বাংলাবিভাগ, সেমিস্টার-২

প্রত্যাশা

যদি আবার ফিরে পাই

সেই বসন্ত বিকেল,

তোর মনের আকাশে

এক ফোঁটা রোদ্দুর হতে চাই।

হাতে হাত রেখে,

পেরোতে চাই একসমুদ্দুর।

আমি কান পেতে আছি----

শুনতে চাই তোর বুকের অজস্র ঝর্ণার শব্দ।

তোর চোখে শ্রাবণ নেমে এলে

আমি হতে চাই বানভাসী নদী;

বয়ে যেতে চাই,

বিরামহীন পানকৌড়ির মতো।

যদি আবার ফিরে পাই

তোর শরীর জুড়ে সন্ধেনামার গন্ধ;

জ্যোৎস্নাছুঁয়ে রঙীন স্বপ্ন হতে চাই।

তোর মনের কোণে শিশিরভিজে এলে;

স্পর্শমেখে,

থমকে যাওয়া রাতের প্রতিশ্রুতি হতেচাই।

রিমিমণ্ডল

* আঠেরোই *

বিকেলটা সেদিন থমকে গিয়েছিল

বেহিসাবী মনআর

ফিরে যাওয়া সেই অনামীর টানে।

দুঃসাহসী বৃষ্টি এলে,

আজও বুকের গভীরে

বন্যা নেমে আসে।

চোখের কাজলে খুঁজেপাই

সন্ধ্যা নামার গন্ধ।

শুরু হয় বাসন্তীছন্দপতন।

ছবির পাতায়, তুলিরটানে

রঙীন স্বপ্নআঁকি,

১৮ছুঁয়েই তোকে ফিরেপাই বারবার।

সুজাতাঘোষ , সেমিস্টার-১ বাংলাবিভাগ

জীবন

জীবন মানে আবীর চোখে
রঙীন স্বপ্ন উড়ান,
জীবন মানে কষ্টকষ্টসুখ
আর চাপা অভিমান।।
জীবন মানে ঠিক-ভুল
কাটাকুটির খেলা,
জীবন মানে প্রতিশ্রুতি
ভাঙা-গড়ারমেলা।।

জীবন মানে বৃষ্টিমেখে
বিষণ্ণ আঘ্রাণ,
জীবন মানে স্মৃতিরখামে
অসুখী পিছুটান।।
জীবন মানে অনাসৃষ্টি
অসংখ্যছায়ামুখ,
জীবন মানে মনের অতলে
লুকিয়ে থাকা সুখ।।

সাফিনাখাতুন , সেমিস্টার ১ -বাংলাবিভাগ

ফিরে এসো বসন্ত

ফিরে এসো
ফিরে এসো বসন্ত!!
তোমার জন্যই আজন্মের শীতলতা, পুষে রাখিমনে।
পকেটের ভাঁজেভাঁজে মৃত্যুহয়
অজস্র গোলাপের।
তোমারই পথের সন্ধানে
পরিযায়ী পাখি
ছুটে চলে অজানারটানে।
গলে যাওয়াচাঁদ
ফিরেফিরে আসে, শূণ্যজানালায়।
তুমিইতোপারো,
পলাশের রিক্ত হাতে
মলিনতামুছে নিতে।
উড়ে যেতে পারে জীবনের সবছেঁড়াপাতা
শূণ্যঅঙ্ক।
ফাগুন হাওয়ায় ভেসেযাক ঝরাপাতাকাল।
তোমারই আগমনী গানে
মুখরিত আকাশবাতাস
তুমিএসো,কোকিলের কণ্ঠহয়ে,
নিঝুমরাতের জ্যোৎস্নাছুঁয়ে এসোতুমি।
ঘুম ভাঙাসুরে,
ফিরে এসো বসন্ত!!
ফিরেএসো!!

সুমাইয়াখাতুন – সেমিস্টার ১ – বাংলাবিভাগ

বাংলা কাব্যে দেশভাগ

ইনজামামউল হক (SACT)
হাজী এ কে খান কলেজ
বাংলা বিভাগ

সুখে দুঃখে ছিল একে অন্যের সাথি/ হিন্দু এবং মুসলমানে ছিল সম্প্রীতি'
—বাউলকবি শাহ আবদুল করিম।

বাউল কবি গানে দুই সম্প্রতির কথা তুলে ধরেছিলেন।বলাবাহুল্য সেই সম্প্রতি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।আসলে আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলিম এই ধর্মগত বিভাজনের পেছনে ছিল রাজনৈতিক নেতাদের অনৈতিক উদ্দেশ্য। ফলতঃ এই দুই সম্প্রদায়কে চরম মূল্য চোকাতে হয়।শুধু ধর্মের ভিত্তিতে দেশ দুই ভাগে (ভারত ও পাকিস্তান) বিভক্ত হয়।এই বিভক্তির ফলে উভয় অংশের জীবন ও সম্পদ শুধু নয়; সভ্যতা, সংস্কৃতি তথা মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়।ভাষা,সম্প্রীতি এবং মানবাধিকারের মতো সাধারণত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বাংলার উভয় অংশে দেশভাগের আওয়াজ উঠেছিল।পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গের বাঙালি লেখকেরা দেশভাগে বেশি নিপীড়ন সহ্য করেছে।
তারাশঙ্করশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,সমরেশ বসু থেকে শুরু করে অমর মিত্র, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক প্রত্যেকেই টাদের লেখায় দেশভাগের প্রভাব ভিন্নভাবে দেখিয়েছেন।

বাংলা কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে দেশভাগজনিত স্মৃতিমেদুরদা,বাস্তুচ্যুত মানুষের বুকফাটা আর্তনাদ। এ পর্যায়ে জীবনানন্দ দাশ-১৯৪৬-৪৭,অচিন্তকুমার সেনগুপ্তের 'পূর্ব-পশ্চিম', 'উদ্বাস্তু', শঙখ ঘোষ,বিষ্ণু দে, আল মামুদ,নির্মেলেন্দু গুণ,মহাদেব সাহা,শামসুর রহমান প্রমুখদের কবিতায় দেশভাগ,উদ্বাস্তু জীবনের দুর্ভোগ ও অসহায়তার চিত্র ধরা পড়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে দেশভাগের প্রভাব

আব্দুর রাজ্জাক
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
হাজী এ.কে. খান কলেজ
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। দেশভাগ বাঙালির কাছে এক হৃদয়-বিদারক ঘটনা। দুই বাংলার ভাষাভাষী মানুষের সত্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে দেশভাগ। বাঙালি বারবার উৎপীড়িত হয়েছে, কখনো বর্গী আক্রমন, কখনো ধর্মীয় উৎপীড়ন; নানা কারণে সহায়-সম্বল হারিয়ে বাঙালিকে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে বের হতে হয়েছিল, এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন দেশভাগের মর্মবেদনা। তাঁর পূর্ব পশ্চিম উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিচারণের অভিজ্ঞতা। বাস্তববাদী লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাঙালির কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়।বিশাল ক্যানভাসে চিত্রিত এই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ ছুঁয়ে গেছে একইসঙ্গে এপার বাংলা ওপার বাংলা। দুই বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের পালাবদলের স্রোত কিভাবে এসে মিশেছে তার আলোচনা করা হয়েছে পূর্ব পশ্চিম উপন্যাস।দেশভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত 'পূর্ব-পশ্চিম' যেন সত্যিকার অর্থে হয়ে উঠেছে পূর্ব ও পশ্চিমের উপাখ্যান। সুনীলবাবুর জাদুবলে পিকলু,প্রতাম,অতীন,মমতা,তুতুল,আলম,মামুম প্রভৃতি চরিত্রগুলি যেন এপার-ওপার বাংলার রক্তমাংসের মানুষে পরিনত হয়ে উঠেছে। বিভাজনপূর্ব বাংলার বাঙালিদের দেশত্যাগ,উদ্বাস্তুজীবন,নতুন প্রজন্মের চিন্তাধারা, নক্সাল আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক জীবন্ত দলিল পূর্ব-পশ্চিম।

ইচ্ছে

প্রিয় অনিন্দ্য,

আমাদের বেখেয়ালি গল্পটা কবে শুরু হয়েছিল মনে আছে তোমার?

ঘটা করে কোন দিন-তারিখের হিসেবে নয়,

বলতে পারো নয়টি বছরের বড্ড তৃষ্ণার্ত, মৃতপ্রায় এক গুচ্ছ আগাছা হয়ে বেড়ে উঠেছিলাম আমরা,

নিজেদের জীবনে।

সেই নিয়ম ভাঙার বয়সে,

পাঁচিল টপকে স্কুল পালানোর দিনে,

বুক পকেটের অসংখ্য ভুল বানানে ভর্তি চিঠিটা দিয়েই তো আমাদের গল্পের সমাপ্তির ঠিক প্রথম শুরুটা ছিল, তাইনা?

কবিতায় যতবার সংসার পেতেছিলাম তোমার সাথে,

বাস্তবে তার চেয়েও বহুবার গুটিয়ে নিয়েছি মন,

এইতো সেদিনই,

আমার দু'হাতের মুঠোভর্তি সোনালি রঙের অবাধ্য আলো হয়ে যেন ছিলে তুমি,

যার বিকেলের রোদ পড়ে আসা সময়ে,

ব্যয়বহুল অবসরের ভাগীদার হতাম অল্পক্ষণ।

তোমার ধূসর রঙা চোখের উপর আবছা কালো চাঁদরে জড়ানো চুলগুলোকে সরাতে সরাতে ভুলেই গিয়েছিলাম,

তোমার আর মায়া পুষে রাখার ইচ্ছে নেই।

সারমিন সোহানা, বাংলা বিভাগ ,সেমিস্টার -১

বাংলা বিভাগ আয়োজিত নকসী কাঁথার মাঠ কবিতার নাট্যরূপ (স্টুডেন্ট সেমিনার)

বাংলা বিভাগ আয়োজিত বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)

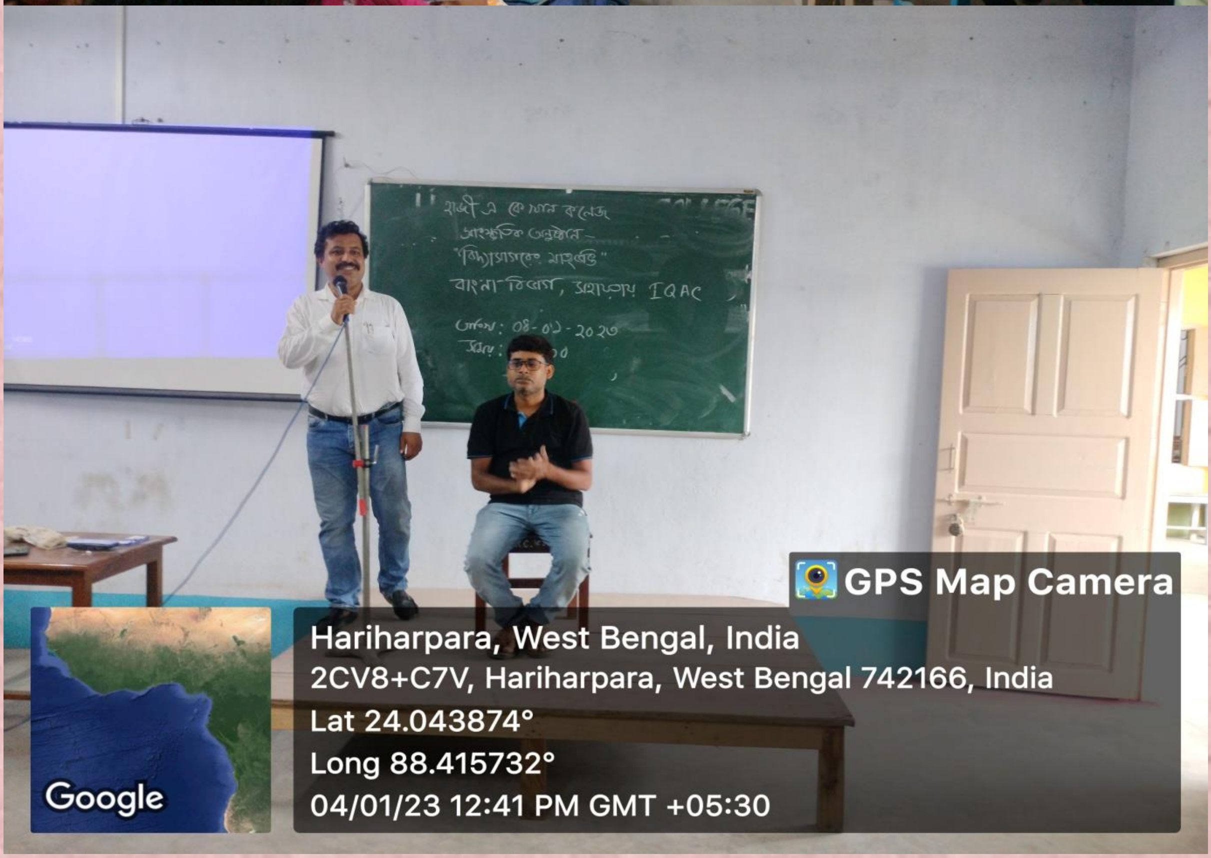

বাংলা বিভাগ আয়োজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরবিস্ময় (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)

বাংলা বিভাগ আয়োজিত আবার আসিব ফিরে কবিতার নাট্যরূপ (স্টুডেন্ট সেমিনার)

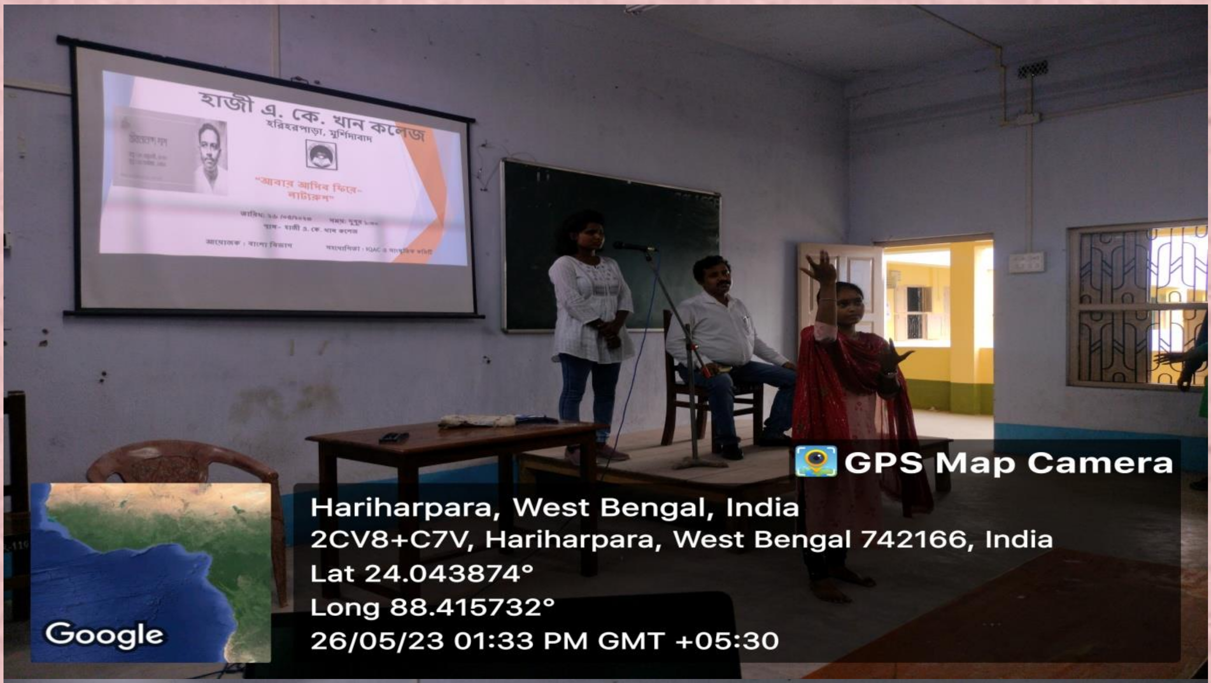

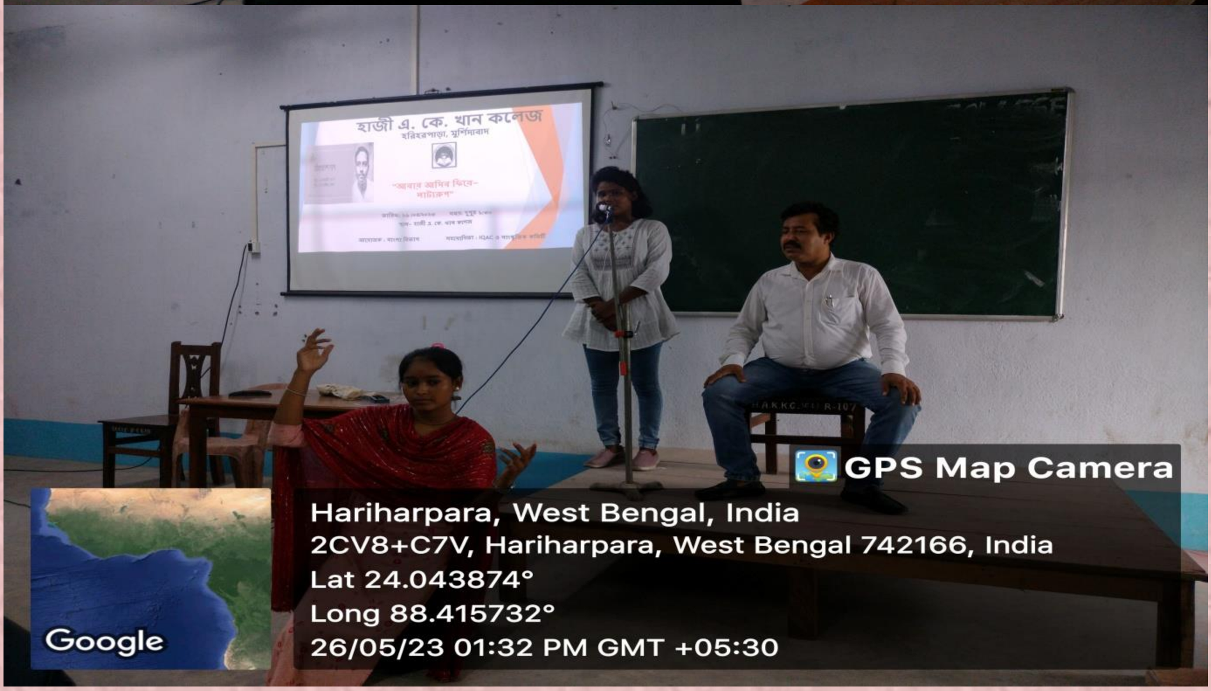

এপার বাংলা ওপার বাংলার সাহিত্যে দেশভাগের প্রভাব (আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র- বাংলা বিভাগ)

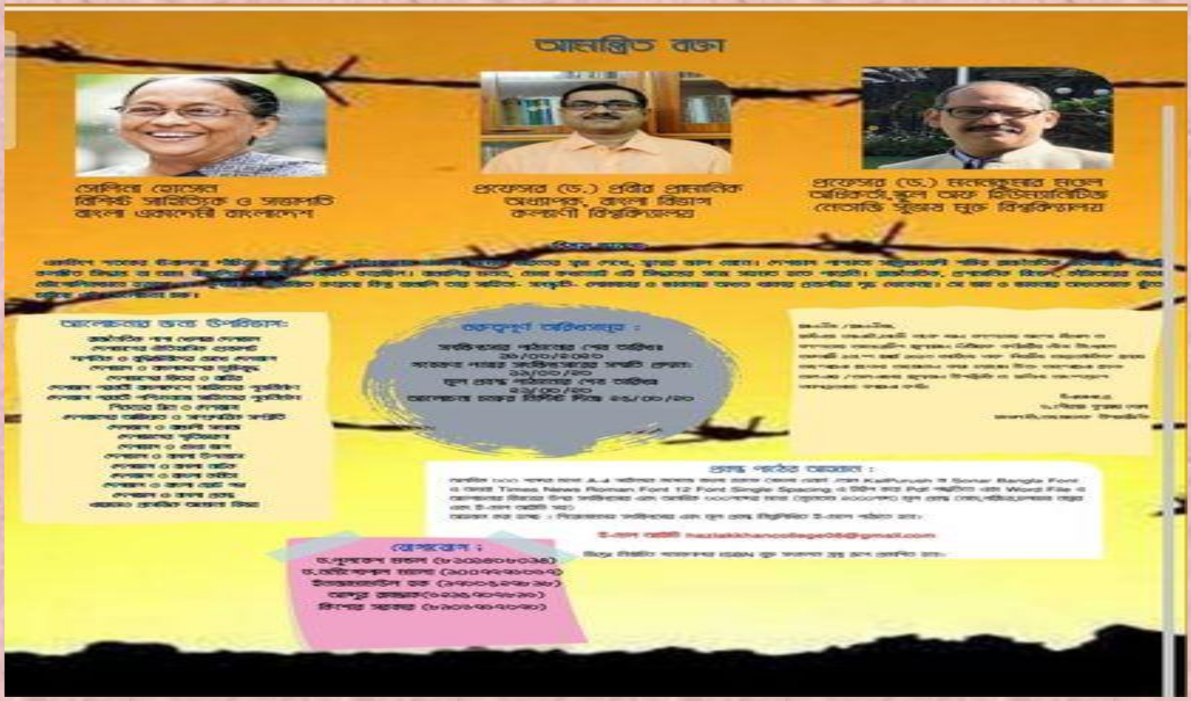

হাজী এ. কে. খান কলেজ
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ
HAZI A.K.KHAN COLLEGE
ESTD-2008

হরিহরপাড়া, মুর্শি
২৫ মার্চ, ২০২৩ (শনিবার) সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট
স্থান রেজাউল করিম কক্ষ
আয়োজক
বাংলা বিভাগ, হাজী এ.কে. খান কলেজ